টুমরোজ ফিকশন স্ট্রিপ

শাস্তি

অবাক হলাম মনিটরের ডাটাগুলো দেখে। ইয়েটা-৬-এর এতক্ষণে বৃহস্পতি পেরিয়ে যাবার কথা। কিন্তু মনিটর বলছে মাত্র মঙ্গল পার হচ্ছি আমরা। ব্যাপারটায় দারুণ অবাক হলাম আমি। মহাকাশযানের প্রধান কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা।

— ঘটনা কী বলো তো, কিরি ?

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবারও প্রশ্নটা করলাম আমি। কিন্তু এবারও কোনো উত্তর এলো না।

দারুণ অবাক হলাম আমি। এমন তো হবার কথা নয়। ট্রেনিংয়ের সময় আমাকে বলা হয়েছিল সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে আমার কিরি'র সাথে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কন্ট্রোল বে'তে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ কিংবা বাতাসের চাপ ও অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিকই আছে! কিরি'র এই হঠাৎ নিরবতার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। আবারও ডাকলাম কিরিকে। কিন্তু এইবারও একই অবস্থা।

মহাকাশযানের স্ট্যাটাস দেখলাম। সব কিছু ঠিকই মনে হচ্ছে... তবে খটকা লাগল মূল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের অবস্থা দেখে। স্বাভাবিকের চেয়ে ২০% বেশি শক্তি খরচ করছে ইয়েটা-৬।

আমি নিয়মিত মহাকাশযাত্রী নই। আসলে এটাই আমার প্রথম মহাকাশ যাত্রা। আর আমার এই যান একটি 'এ' স্ট্যাটাসের মহাকাশ পরিবহন যান। আমরা যাচ্ছি পৃথিবী থেকে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে নমেডা নক্ষত্রপুঞ্জের তৃতীয় কলোনিতে। এই তৃতীয় কলোনিটা একেবারেই নতুন। মানুষের বাস যোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় মাত্র কয়েক বছর হলো কলোনিটিতে আবাস গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আর পৃথিবী থেকে এই কলোনিতে এটাই দ্বিতীয় মাল বহর।

আমার বয়সও প্রায় ৫০ পেরিয়ে গেছে। সারা জীবন একটি আকরিকের ফ্যাক্টরিতে সুপারভাইজারের কাজ করতে করতে এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই দেখা হয় নি। তাই ভেবেছিলাম শেষ জীবনটা এই নমেডার তৃতীয় কলোনিতেই কাটিয়ে দিই। সে অনুযায়ী নমেডার তৃতীয় কলোনিভুক্ত হবার আবেদন জানিয়েছিলাম। তখন কে জানত যে, আমার আবেদন শুধু যে গৃহীত হবে তাই নয়; বরং আমিই হবো মহাকাশযানের সৌভাগ্যবান জাগ্রত যাত্রী। তাই লাল বর্ডার দেয়া চিঠিটি যখন হাতে পেয়েছিলাম ভীষণ পুলকিত হয়েছিলাম। কেননা, পৃথিবীর সময়ে ৫ বছরের এই যাত্রার পুরোটাই ঘুমিয়ে কাটাতে হবে না— ব্যাপারটা দারুণ মনে হয়েছিল।

তারপরও ৬ মাস ক্যাপসুলে ঘুমানোর পাশাপাশি যে ১ মাস জেগে থাকি— সেটাও মাঝে মাঝে খুব দীর্ঘ মনে হয়। এই ১ মাসে কখনো কিরি, আবার কখনো সিসি-৯ রোবটটির সাথে গল্প করি। মহাকাশযানটিতে অনেক দরকারি পণ্য আছে। মানুষও আছে অনেকগুলো। তবে এ সম্পর্কে আমাকে খুব বেশি

তথ্য দেয়া হয় নি। মালপত্রের বে'টি আমার জন্য নিষিদ্ধ। অবশ্য যাত্রার আগে কানাঘুষোয় শুনেছিলাম একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিও নাকি রয়েছে!

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে ট্রেইনারকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, মহাকাশযানের পরিবহন বে'র কোনোকিছু সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা একটি প্রথম মাত্রার অপরাধ। এজন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। পরে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনো আলাপই হয় নি। তবে মহাকাশযান ছাড়ার আগে প্রকল্পটির পরিচালক পর্দায় তার কাছে বিদায়ী সম্ভাষণ শেষ করে, হঠাৎই কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ও হ্যাঁ। আপনার একটি ক্ষুদ্র শাস্তি পাওনা ছিল। এই যাত্রায় সেটিও আপনাকে দেয়া হবে।

হঠাৎই মহাকাশযানের সব আলো কমে গিয়ে সেখানে একটি নরম নীলাভ আলো জ্বলে উঠল। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে কিরি বলে উঠল—

— আমি দুঃখিত, মহামান্য রুরু। মহাকাশযানের নিরাপত্তা মডিউলকে একটি বিশেষ লেভেলে লোড করার জন্য আমাকে কিছুটা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। আর এজন্য প্রচুর শক্তি প্রয়োজন হয় বলে, আমার ভয়েস সিন্থেসাইজিং ইউনিটও বন্ধ ছিল।

— মহাকাশযানের নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত হয়েছিল ?

অবাক হলাম আমি।

— ঠিক তা নয়, মহামান্য রুরু। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির শাস্তি কার্যকর করার আগে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নেয়ার নিয়ম।

— ও, তাই বলো।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, এ বিষয়ে আমার কৌতূহল দেখানো ঠিক হবে কি-না।

— সাধারণত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া কোনো মানুষের দেখার কথা নয়। তবে আপনাকে দেখানো হবে।

— কেন, ব্যাপারটা কি খুব ভয়ঙ্কর ?

আমি তেমন অবাক হচ্ছিলাম না। সত্যি বলতে কি, এমন একটা দৃশ্য দেখার জন্যই বরং উৎসুক ছিলাম বেশি।

— ভয়ঙ্কর না হলেও, অনেক মানুষই ব্যাপারটা সহ্য করতে পারেন না।

— ও, আচ্ছা! তা কখন হবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ?

— আগামী সতের মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে, মহামান্য রুরু। সতের মিনিট বেশ অনেক সময়। তাই মনে হলো এই সময়ের মধ্যে আসামিটির প্রোফাইল দেখে নিলে খারাপ হয় না। কিরিকে জানাতেই মনিটরে প্রোফাইল ফুটে উঠল লোকটার। আর প্রোফাইলে লোকটার চেহারা ফুটে উঠতেই আমার মনে পড়ল, এই লোকটির অপরাধের খবর পৃথিবীর সবগুলো বুলেটিন বোর্ডে এসেছিল।

পেশায় লোকটি ছিল ডাক্তার। এক মহিলার গর্ভে কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূণ সংযোজনের সময় জিনেটিক কোডে বড় ধরনের পরিবর্তন করেছিল সে। ফলে গর্ভকালীন ৩ মাসের মধ্যেই মহিলার পেট চিরে বের হয়ে এসেছিল আধা সরীসৃপ আধা-মানুষাকৃতির এক প্রাণী। বিচারে ডা. নরো দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

লোকটির সাথে কথা বলার একটা তীব্র ইচ্ছা জাগে। কিরিকে জানাতেই সে বলে, ডা. নরো যদি মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা হিসেবে কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে চায়, তবে হয়তো এটি সম্ভব। নয়তো নয়।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। এক সময় হঠাৎ পুরো মহাকাশযানে বেজে ওঠে মিলিশার চতুর্থ সিম্ফোনি। এ সুর কেন, জানতে চাওয়ায় কিরি জানাল, এটাই ছিল ডা. নরোর শেষ ইচ্ছা। সুরটা আমারও মোটামুটি প্রিয়। প্রায়ই আমি কাজ শেষ করে ফিরে মিলিশার মিউজিক শুনতাম। আজকে সুরটা শুনতে শুনতে আমার মনটা বিষাদ হয়ে ওঠে। মনিটরে তখন দেখানো হচ্ছিল সেই নবজাতকটি।

মহাকাশযানের মূল স্ক্রিনে ফুটে ওঠে মহাকাশযানের পেছনদিককার একটি অংশ। বুঝলাম, এখান দিয়েই মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেয়া হবে ডা. নরোকে। গভীর আগ্রহে স্ক্রিনে তাকালাম। হঠাৎ মহাকাশযানের নরম নীলাভ আলো বদলে গিয়ে সেখানে জ্বলে উঠল নরম একটা লাল আলো। আর এতেই পুরো পরিবেশটি কেমন ভৌতিক হয়ে উঠল। মহাকাশযানের পেছনদিকের একটি গোলাকার দরজা ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকে। কিরি তখন বিষণ্ন কণ্ঠে ডা. নরো'র শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিল। পুরোপুরি চলৎশক্তি পাওয়ামাত্রই আকস্মিক তাকে ছুঁড়ে দেয়া হলো মহাশূন্যে। কোনো ভয়, আতঙ্ক কিংবা বেদনা তার মুখে ফুটে ওঠার আগেই একটা বেলুনের মতো ফুলে উঠে ফুটে গেল ডা. নরো। তার শরীরের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকল না।

বায়ুশূন্য মহাকাশে শরীরের চাপে মৃত্যুর কথা শুনেছিলাম এতদিন। কিন্তু ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে আকস্মিক এভাবে ছুঁড়ে দেবার মধ্যে যে অমানবিকতা ছিল— তা অনুভব করে আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কন্ট্রোল বে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কিরিকে বললাম, আমার ঘুমানোর ব্যবস্থা কর কিরি। নিজের ক্যাপসুলের আরামদায়ক উষ্ণতায় শুয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে বারবার শুধু সেই দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠছিল।

মোঃ মারুফ হোসেন